COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

কুমারসম্ভবম্

কাব্যপ্রতিভা-মহাকবি কালিদাস ভারতের কবিকুলচূড়ামণি। দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে তাঁর কবিকৃতি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এতে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কবি ও মনীষী এই বিরাট প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে। তার নিদর্শন যেমন বাণভট্টের উক্তি —

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষূ।
প্রীতির্মধুরসাদ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে।।

কালিদাসের তথা প্রাচীন ভারতের কবিদিগের জীবনেতিহাস অত্যন্ত বিরল। বিশেষত: কয়েকটি কিংবদন্তি ভিন্ন কালিদাসের জন্মস্থান বা জন্ম সময় লয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। অন্যান্য বহু কবিদের ন্যায় কালিদাসও নিজের বংশ-পরিচয় বা জন্মস্থান সম্বন্ধে কোথাও কিছু উল্লেখ করেননি। প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক তথ্যের এতই অভাব যে কালিদাসের সঠিক জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করা অতীব দুরূহ কার্য্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কালিদাসের প্রকৃত আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত হতে পারেননি।

কালিদাসের আবির্ভাব কালের মতই তাঁর গ্রন্থ ও গ্রন্থগুলি রচনাকালের পৌর্বাপর্ব নিয়ে বিবাদের শেষ নাই। আবার আসল কালিদাস ও নকল কালিদাস নিয়েও বিতর্ক আছে। দ্বাদশ শতকের আলংকারিক রাজশেখর তিনজন কালিদাসের কথা বলেছেন, – 'শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারো কালিদাসত্রয়ী কিমু ?' এরূপ বিপত্তির প্রধাণ কারণ কালিদাসের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী যুগের কয়েকজন কবি নিজেদের অক্ষম রচনাগুলি কালিদাসের নামে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের রচনাগুলিকে জনমানসে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন; এজাতীয় কুড়িকানি গ্রন্থ কালিদাসের রচনা বলে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে 'ঋতুসংহার নামক খন্ডকাব্যখানি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। বিশেষ করে কিথ, ম্যাকডোনেল, বুলার প্রমুখ মনীষিগণ বলেন এটি কালিদাসেরই রচনা। কিথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, – 'যদি ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা থেকে বাদ দেওয়া হয় তবে মহাকবি কালিদাসের যশ অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়বে।'

কালিদাসের রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি নির্দ্বিধায় সকলের দ্বারা স্বীকৃত এবং যেগুলির শিল্পসৌন্দর্যের প্রভাবে তিনি অক্ষয় কবিকীর্তি অর্জন করেছেন সেগুলির মধ্যে আছে তিনটি

নাটক, দুটি মহাকাব্য এবং একটি খন্ডকাব্য। একটি অনুমান-ভিত্তিক এরচনা গুলির পৌর্বাপর্যক্রম অনুসারে সাজালে –

কুমারসম্ভবম্ – সতেরো সর্গে রচিত মহাকাব্য। কিন্তু সমালোচকদের মতে এর প্রথম আটটি সর্গ কালিদাসের রচিত, বাকীগুলির অন্যকবির রচনা। বিষয়বস্তু হলো-হর-পার্বতীর পরিণয় ও দেবসনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়র জন্ম।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ – অগ্নিমিত্র ও মালবিকার প্রেমকাহিনীমূলক পাঁচ অংকের নাটক।

বিক্রমোর্বশীযম্ – পরূরবা-ঊর্বশীর প্রেমকথাকে উপজীব্য করে পাঁচ অংকের নাটক।

মেঘদূতম্ – প্রভুর শাপে নির্বাসিত বিরহী যক্ষ কর্তৃক বিরহিণী প্রিয়ার কাছে বার্তা প্রেরণের কাহিনী নিয়ে রচিত একটি খন্ডকাব্য তথা গীতিকাব্য বিশেষ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ – দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেমোপাখ্যানমূলক – সাত অংকে রচিত অনবদ্য নাটক।

রঘুবংশম্ – মহারাজ দিলীপ থেকে অগ্নিমিত্র পর্যন্ত সূর্যবংশীয় রাজাদের কাহিনীমূলক মহাকাব্যটি উনিশ সর্গে রচিত।

কালিদাসের উক্ত রচনা সম্ভারের মধ্যে ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকি বিশ্ববিশ্রুত। যেমন – সার্থক উক্তি-‘কালিদাসস্য সর্বস্ব অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ তেমনই সার্থক কবির রচনা।

কুমারসম্ভব পরিচয় - ‘কুমারসম্ভববম্’ কালিদাসের রচিত সপ্তদশ সর্গে নিবন্ধ একটি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যটিকে পন্ডিতগণ কবির প্রথমদিকের রচনাবলীর পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন। তবে কাব্যশৈলীর বিচারে অন্যান্য যে কোন কাব্যের তুলনায় কুমারসম্ভব কোন অংশেই ন্যূন নয় বরং অধিক বলা চলে। এর মধ্যে রসসমৃদ্ধির বৈচিত্র্য, কল্পনার চমৎকারিত্ব ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুমারসম্ভবে বসন্তকালের রমণীয় শোভা, প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও দাম্পত্যজীবনের প্রেমের উন্মাদনা থেকে আরম্ভ করে প্রেমাস্পদের মৃত্যুর ভীষণ বেদনা পর্যন্ত বিচিত্রভাবে বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে।

কুমারসম্ভবের সমস্যা – কুমারসম্ভব কালিদাসের রচনা এবিষয়ে কোন সংশয় বা সমস্যা নাই। সমস্যা হ’লো কুমারসম্ভবের আকার নিয়ে। এটি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য বলাতেই সমস্যা। অনেকের মত হ’লো অষ্টম সর্গ পর্যন্ত ‘কুমারসম্ভব’ কালিদাস

লিখেছেন। নবম থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত পরবর্তী এক বা একাধিক কবির যোজনা। তাঁদের যুক্তি হ'লো –

(১) পরবর্ত্তী নটি সর্গের ভাষা ও রচনাশৈলী পূর্ববর্তী সর্গগুলির তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। বলা যায় যে, রচনাশিল্পে ঐ সর্গগুলি কালিদাসের 'ছাপ' বহন করে না।

(২) মল্লিনাথ পূর্বোক্ত অষ্টম সর্গ পর্যন্তই টীকা রচনা করেছেন।

(৩) পরবর্তী আলংকারিকগণ 'কুমারসম্ভবম্' থেকে যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তাও ঐ প্রথম থেকে অষ্টম সর্গের মধ্যে নিবদ্ধ।

(৪) 'কুমারসম্ভব' এই নাম প্রথম আটটি সর্গ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কুমার-জন্মের আয়োজন সম্পর্কে প্রথম সর্গ থেকে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত প্রসারিত। অষ্টম সর্গের পর যা আছে, সব অপ্রাসঙ্গিক - কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই।

আবার যারা সপ্তদশ সর্গবিশিষ্ট বলে মনে করেন তাদেরও স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না, এ নিয়ে অধিক আলোচনা বৃথা।

'কুমা

রসম্ভবম্' মহাকাব্যটি রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণে শিব ও পার্বতীর মূল কথা থেকে নেওয়া হয়েছে। মহাভারতের কালপর্বে আলোচ্য কাহিনী বিস্তারিত করে বর্ণিত করেছেন। তবে শিবপুরাণের সঙ্গে 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত করা যায়। তবে পণ্ডিতদের অনুমান এক্ষেত্রে পুরাণকারদের কাছে কালিদাস গভীরভাবে ঋণী হয়ে আছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে কাহিনির মধ্যে কালিদাসের কাহিনির গরমিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে পুরোপুরি প্রভাব পরিলক্ষিত করা যায়। প্রাচীন সাহিত্য থেকে মূল কাহিনীটি গৃহীত হলেও সমগ্র বিস্তার ও বিশ্লেষণ কালিদাসের মৌলিকতা ও বৈদগ্ধ্য অনস্বীকার্য। হিমালয়ের বর্ণনা, পার্বতীর যৌবন বর্ণনা, বসন্ত বর্ণনা, রতি বিলাপ বর্ণনা, পার্বতীর তপস্যা, শিব ও পার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে মহাকবি কালিদাস মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কুমারসম্ভব কথাটির ব্যুৎপত্তি হল – কুমারস্য সম্ভবঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) কুমারসম্ভবঃ, কুমারসম্ভবস্য বৃত্তান্তমস্তি ইতস্মিন্ কাব্যে তৎকুমারসম্ভবম্। এতে কুমার কার্ত্তিকের জন্ম থেকে শুরু করে তাড়কাসুর বধ পর্যন্ত যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়। বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণে বালকান্ডের একটি শ্লোকে কুমারসম্ভবপদটি পাওয়া যায়, সেটি হল – ''কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ''। অতএব কালিদাস রামায়ণ থেকে এই

নামকরণটি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু কথাটির মধ্যে কোন সত্যতা দেখা যায় না। কারণ কুমারসম্ভবপদটি ভিন্ন অর্থে আচার্য বাল্মীকি প্রয়োগ করেছেন। তবে বলা যেতে পারে এই সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। তাই স্বয়ং কালিদাস কুমারসম্ভব নামকরণটি নির্বাচন করেছিলেন - এই মতটি যুক্তিযুক্ত। কালিদাসের রচনা সপ্তম সর্গ অথবা অষ্টম সর্গ পর্যন্ত মূল রচনা বলে মনে করা হয়। অষ্টম সর্গে কুমারের জন্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই অর্থে কুমারসম্ভব নামকরণটি যথাযথ হয়েছে বলে মনে করা যায়।

বিশ্ব প্রসিদ্ধ কবিকুলমণি মহাকবি কালিদাস বিরচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম একটি মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবম্'। এতে মোট ১৭টি সর্গ আছে। কিন্তু কালিদাসের রচনা সপ্তম অথবা অষ্টম সর্গ পর্যন্ত। রচনা সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কোনও কোনও পণ্ডিত মূল রচনা সতের বা বাইশ সর্গে সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করেন। মল্লিনাথ, অরুণগিরি ও নারায়ণ পণ্ডিত পর্যন্ত টীকাকারগণ অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন। বঙ্গদেশীয় সংস্করণে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত মাতৃকাগ্রন্থ পাওয়া যায়। তাই অনুমান করা যায় যে, সপ্তম সর্গ কালিদাস রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। এই মহাকাব্যতে অষ্টম সর্গে শিব পার্বতীর বিহার বর্ণনায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের সাড়ম্বর চিত্রগুলির কামশাস্ত্রের প্রথানুযায়ী বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের কাব্যে অন্যত্র এরূপ বর্ণনার সুযোগ থাকলেও তা সযত্নে পরিহৃত হয়েছে। তবে অনেকের মতে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দৃষ্টিতেই দেবদেবীর কামকলা বিলাসের এমন নগ্নচিত্র অশ্লীলতার পর্যায়ে উপন্যস্ত হয়েছে। আবার একদল পণ্ডিতগণ মনে করেন রচনাশৈলীর বিচারে অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশকে কালিদাসের রচনারূপে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। অবশ্য এর বিরোধীরা সমগ্র কাব্যকেই কালিদাসের মৌলিক রচনা রূপে যুক্তি দেখান।

হিমালয়কন্যা পার্বতী মদনদহনের পর বিষণ্ণা হয়ে শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য উপযুক্ত উপায় হিসেবে কঠোর তপস্যা শুরু করবেন স্থির করলেন। বাইরের রূপ দিয়ে শিবকে ভোলাতে পারেননি তাই সেইরূপকে ধিক্কার দিয়ে ঠিক করলেন যে, তপস্যা দিয়ে তাঁর মন জয় করতে হবে। শিবকেই তিনি পতিরূপে লাভ করবেন এই তাঁর সংকল্প। মাতার নিষেধ উপেক্ষা করে পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ের এক নিভৃত গিরিশিখরে। প্রবল শীতে, প্রচন্ড গ্রীষ্মে অনাহারে দিনের পর দিন চলল তাঁর কঠোর সাধনা।

ফুলের আঘাত যাঁর সহ্য হতো না, তিনি নিলেন কঠিন ভূমিশয্যা, কখনও চারদিকে অগ্নিকুন্ড জ্বেলে তার মধ্যে গিয়ে বসতেন, কখনও অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন প্রখর সূর্যের দিকে। কখনও কনকনে শীতের মধ্যে আকণ্ঠ জলের মধ্যে কখনো বা অবিরাম বৃষ্টিধারার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

এই কঠোর তপস্যায় দেবতা একদিন ধরা দিলেন। কিন্তু তাও খুব সহজে নয়। ছদ্মবেশে ধরে মহাদেব ব্রহ্মচারীর বেশে এসে দাঁড়ালেন পার্বতীর আশ্রমে। শুরু হ'লো পরীক্ষা – ব্রহ্মচারী পার্বতীর সখীর মুখ থেকে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জেনে নিয়ে পার্বতীর রূপ, যৌবন, পিতৃঐশ্বর্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং তাঁর চিন্তার অযৌক্তিকতা দেখাতে শিবনিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠলেন। পার্বতী ক্রোধভরে তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করলেন। তারপরও ব্রহ্মচারী কিছু বলতে যাবেন এমন অবস্থায় পার্বতী সে স্থান পরিত্যাগ করবে বলে চলতে শুরু করলেন। পরীক্ষায় পার্বতীর জয় হ'লো। মহাদেব নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালেন, অকপটে বললেন, ওগো অবনতাঙ্গি, 'তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ' – তপস্যায় তুমি আমায় কিনে নিয়েছ; আমি তোমার দাস।